এক ঈশ্বর নাকি ত্রিত্ব ঈশ্বর ?

জেমস ও দবোরা ফ্লিন্ট

বাইবেল ভালভাবে পড়া শুরু করলে আমরা ক্রমশ একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, আসলেই ঈশ্বর কে ও যীশু কে ? এবিষয়গুলি জানা কত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যীশুর একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে, আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যীশুর নিজের এই কথার উপর ঃ

> *"**তোমাকে**, অর্থাৎ **একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে,** আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।"* (যোহন ১৭:৩)

বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলে ?

বাইবেলের প্রথম পুস্তকটি থেকে সর্বশেষ পুস্তকটি পর্যন্ত বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, ঈশ্বর একজনই, এবং তাঁর পাশে আর কোন ঈশ্বর নাই।

হাজার হাজার বছর আগে গোটা ইস্রায়েল জাতীকে যিনি নেতৃত্ব দিয়ে মিসর দেশের দাসত্ব থেকে বের করে এনেছিলেন, সেই মহান মোশির কাছে বলেছিলেন-

> *"ইস্রায়েলীয়েরা, শোন, আমাদের ঈশ্বর **সদাপ্রভু এক**। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভালবাসবে।"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫)

পরবর্তীতে রাজা দায়ূদ ইস্রায়েলীয়দের উদ্দ্যেশে লিখেছিলেন-

> *"হে সদাপ্রভু, তোমার মত আর কেউ নেই এবং **তুমি ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই;** আমরা নিজের কানেই এই কথা শুনেছি।"* (১ম বংশাবলি ১৭:২০)

মহান ভাববাদী যিশাইয়ের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বর বলছেন-

> *"সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের বলছেন, 'তোমরাই আমার সাক্ষী ও আমার মনোনীত দাস, যাতে তোমরা জানতে পার ও আমার উপর বিশ্বাস করতে পার আর বুঝতে পার যে, আমিই তিনি। আমার আগে কোন ঈশ্বর তৈরী হয়নি **আর আমার পরেও অন্য কোন ঈশ্বর থাকবে না।**"* (যিশাইয় ৪৩:১০-১১)
>
> *"সদাপ্রভু, যিনি মহাকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই ঈশ্বর; যিনি পৃথিবীর আকার দিয়েছেন ও তৈরী করেছেন, তিনিই তা স্থাপন করেছেন। তিনি বাস করবার অযোগ্য করে পৃথিবী সৃষ্টি করেননি, বরং লোকেরা যাতে বাস করতে পারে সেইভাবেই তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলছেন, "আমিই সদাপ্রভু, **আর কেউ নয়।**"* (যিশাইয় ৪৫:১৮)

নূতন নিয়মে আসলে আমরা একই ধরনের কথা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর একজনই, প্রেরিত পৌল বলেন,

*"তবুও আমাদের জন্য **ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন**। তিনিই পিতা; তাঁরই কাছ থেকে সব কিছু এসেছে আর তাঁরই জন্য আমরা বেঁচে আছি। আর প্রভুও আমাদের মাত্র একজন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু এসেছে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি।"* (১ম করিন্থীয় ৮:৬)

*"একই প্রভু আছে, একই বিশ্বাস আছে, একই বাপ্তিস্ম আছে, **আর সকলের ঈশ্বর ও পিতা মাত্র একজনই আছেন**। তিনিই সকলের উপরে; তিনিই সকলের মধ্যে ও সকলের অন্তরে আছেন"।* (ইফিষীয় ৪:৫-৬)

***"ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন** এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ যীশু খ্রীষ্ট।"* (১ম তীমথিয় ২:৫)

বাইবেলে আরও অনেক পদ আছে সেগুলি স্পষ্টভাবে বলে যে, প্রকৃতপক্ষে একজনই ঈশ্বর আছেন এবং তাঁর পাশে আর কোন ঈশ্বর নাই।

বাইবেলের আরও বেশি উদাহরণ জানার জন্য নীচের পদগুলি পড়তে পারেন ঃ

ঈশ্বর একজনই :

ইয়োব ৩১:১৫; সখরিয় ১৪:৯; মালাখি ২:১০; মথি ১৯:১৭, ২৩:৯; মার্ক ২:৭, ১০:১৮, ১২:২৯, ৩২পদ; লূক ১৮:১৯; যোহন ৮:৪১; রোমীয় ৩:৩০; ১ম করিন্থীয়: ৮:৪, ৬পদ; গালাতীয় ৩:২০; ইফিষীয় ৪:৬; ১ম তীমথিয় ২:৫; যাকোব ২:১৯, ৪:১২।

একমাত্র সদাপ্রভুই ('যিহোবা') প্রকৃত ঈশ্বর :

যাত্রাপুস্তক ৮:১০, ৯:১৪, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩৫-৩৯, ৭:৯, ৩২:১২-৪০; ১ম শমূয়েল ২:২; ২য় শমূয়েল ৭:২২, ২২:৩২; ১ম রাজাবলি ৮:২৩, ৩৫, ৬০পদ, ১৮:১৭-৩৯; ২য় রাজাবলি ৫:১৫, ১৯:১৫-১৯; ১ম বংশাবলি ১৬:২৫-২৬; ২য় বংশাবলি ৬:১৪, ১৩:৯; নহিমিয় ৯:৬; ইয়োব ৯:৮; গীতসংহিতা ১৮:৩১, ৬২:২,৫-৬পদ, ৭১:১৬,১৯পদ, ৭২:১৮, ৭৩:২৫, ৮৩:১৮, ৪৬:৮-১০, ৮৯:৬-১১; ৯০:১-২, ৯৬:৪-৫, ১১৮:২৭; ১৩৬:৪, ১৪৮:১৩; যিশাইয় ৩৭:১৬-২০, ৪০:১৮-২৫, ৪১:৪, ৪৩:১০-১৩, ৪৪:৬-৮,২৪পদ, ৪৫:৫-৭,১৪,১৮,২১-২২পদ, ৪৬:৯; যিরমিয় ৩:১১, ৫:৭, ১০:৬-১৬, ১৬:২০, হোশেয় ১৩:৪, যোয়েল ২:২৭; মার্ক ১২:৩২; যোহন ১৩:১৬, ১৪:২৮, ১৭:৩; প্রেরিত ১৯:২৬; রোমীয় ১৬:২৭; ১ম করিন্থীয় ৮:৪-৬, ১০:২০; গালাতীয় ৪:৮; ১ম তীমথিয় ১:১৭, ২:৫, ৬:১৫-১৬; ১ম যোহন ৫:২০; যিহূদা ২৫; প্রকাশিত বাক্য ১৫:৪।

একমাত্র পিতাই প্রকৃত ঈশ্বর :

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৬; ২য় শমূয়েল ৭:৮-১৪; ১ম বংশাবলি ১৭:১১-১৪, ২৯:১০; গীতসংহিতা ২:৭, ৮৯:২৬-২৯, যিশাইয় ৪২:১, ৬১:১-২, ৬৩:১৬, ৬৪:৮; যিরমিয় ৩:৪, ১৯পদ, ৩১:৯; মালাখি ১:৬, ২:১০; মথি ১১:২৫, ২৪:৩৬; মার্ক ১০:১৮, ১৩:৩২; লূক ১০:২১, ১৮:১৯; যোহন ১:১৮, ৫:৪৩-৪৪, ৬:২৭,৪৫পদ, ৮:৪১-৪২,৫৪পদ, ১৪:২৮, ১৭:১-৩, ২০:১৭; প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬; রোমীয় ১:৭, ১৫:৬; ১ম করিন্থীয়: ১:৩, ৮:৬, ১১:৩, ১৫:২৪; ২য় করিন্থীয় ১:২-৩, ১১:৩১; গালাতীয় ১:১-৫; ইফিষীয় ১:২-৩,১৭পদ, ৪:৫-৬, ৫:২০, ৬:২৩; ফিলিপীয় ১:২, ২:১১, ৪:২০; কলসীয় ১:২-৩, ৩:১৭; ১ম থিষলনীকীয় ১:১-৩, ৩:১১, ১৩পদ; ২য় থিষলনীকীয় ১:১-২, ২:১৬;
১ম তীমথিয় ১:২; ২য় তীমথিয় ১:২; তীত ১:৪; ফিলীমন ৩:, ইব্রীয় ১২:৭; যাকোব ১:২৭, ৩:৯; ১ম পিতর ১:২-৩, ২য় পিতর ১:১৭; ২য় যোহন ৩, ৯পদ; যিহূদা ১; প্রকাশিত বাক্য ১:৬।

সদাপ্রভুই ঈশ্বর (পিতা) সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ :

আদিপুস্তক ১৮:২৫; যাত্রাপুস্তক ২০:৩-৫, ২২:২০; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৭; যিহোশূয় ৩:১১,১৩পদ, ২২:২২; ১ম শমূয়েল ৭:৩-৪; ১ম রাজাবলি ১৮:১৭-৩৯; ১ম বংশাবলি ২৯:১১; গীতসংহিতা ৪৭:২,৭পদ, ৮৩:১৮, ৯৭:৯, ১১০:১, ১৩৬:১-২৬; যিশাইয় ২:১১,১৭পদ, ২৬:১৩-১৪, ৪৪:২৪; দানিয়েল ২:৪৭, ৩:২৯, ১১:৩৬; সখরিয় ৬:৫, মথি ৪:১০, ২৪:৩৬, মার্ক ৫:৭, লূক ৪:৮, ৮:২৮, যোহন ৫:৪৪; প্রেরিত ৭:৪৮, ১৬:১৭; রোমীয় ১৬:২৭; ১ম করিন্থীয় ৩:২৩, ১১:৩, ১৫:২৪-২৮; ২য় করিন্থীয়: ৬:১৮; ইফিষীয় ৩:১৪, ৪:৬; ১ম তীমথিয় ১:১৭, ৬:১৪-১৬; ইব্রীয় ৭:১; যিহূদা ২৫; প্রকাশিত বাক্য ১:৮, ৪:৮, ১১:১৭, ১৫:৩-৪, ১৬:৭,১৪পদ, ১৯:৬,১৫পদ, ২১:২২।

বাইবেল যীশু সম্পর্কে কি বলে ?

বাইবেল এ কথাটি প্রকাশ করে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, যিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মেছিলেন এবং সমগ্র জগতের পাপভার তুলে নিতে এসেছিলেন। ঈশ্বর পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে মরিয়মের গর্ভে সন্তান ধারন করান এবং যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার নাম রাখেন যীশু -

*"শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। **তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে**। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না"। তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হবে ? আমার তো বিয়ে হয়নি'। স্বর্গদূত বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। **এই জন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।**'"* (লূক ১:৩১-৩৫)।

*"কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। **সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন** এবং আইন-কানুনের অধীনে জীবন কাটালেন।"* (গালাতীয় ৪:৪)।

অতএব এই কারণে, আক্ষরিক অর্থে যীশু একই সাথে ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্র (একজন নারীর গর্ভে জন্ম), অর্থাৎ ঈশ্বর ছিলেন তাঁর পিতা এবং মরিয়ম ছিলেন তাঁর মা। যেহেতু যীশু ঈশ্বরের শক্তিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাই যীশু ঈশ্বরের পুত্র ও মরিয়মের গর্ভে ধারন করে হলেন মনুষ্যপুত্র আর তাই মরিয়ম হলেন যীশুর মা এবং সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর হলেন যীশুর পিতা।

ঈশ্বরের পুত্র ঃ

আক্ষরিক অর্থেই যীশু ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার কারণে ঈশ্বরের সাথে যীশুর ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

*"যিনি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন সেই ঈশ্বরের কাছে যীশু এই জগতে থাকবার সময় জোরে চিৎকার করে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন এবং ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁর ভক্তির সংগে বাধ্যতা ছিল বলে ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র হয়েও **তিনি দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন**।"* (ইব্রীয় ৫:৭-৮)

তিনি প্রায়ই তাঁর পিতার কথা বলতেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতেন ঃ

"এর পরে যীশু প্রার্থনা করবার জন্য একটা পাহাড়ে গেলেন এবং সারা রাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কাটালেন।" (লূক ৬:১২)

মনুষ্যপুত্র ঃ

মনুষ্যপুত্র হিসাবে যীশু মানুষের মরণশীল প্রকৃতিগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন এবং তিনিও প্রলোভনের সম্মুখীন হন ঃ

*"সেই সন্তানেরা হল রক্তমাংসের মানুষ। **সেইজন্য যীশু নিজেও রক্তমাংসের মানুষ হলেন,** যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন।"* (ইব্রীয় ২:১৪)।

"মানুষের পাপ-স্বভাবের দরুন আইন-কানুন শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আর সেইজন্য আইন-কানুন যা করতে পারেনি ঈশ্বর নিজে তা করছেন। তিনি পাপ দূর করার জন্য নিজের নিষ্পাপ পুত্রকে মানুষের স্বভাব দিয়ে পঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপের বিচার করে তাঁর শক্তিকে বাতিল করে দিলেন।" (রোমীয় ৮:৩)।

বাইবেলের আরও বেশি উদাহরণ জানার জন্য নীচের পদগুলি পড়ুন ঃ

যীশু জন্মক্ষণ হতেই তাঁর মানব জীবন শুরু করেন :

আদিপুস্তক ৩:১৫, ১৩:১৫, ১৭:৮; ২২:১৮ দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৬,৭পদ, ১৮:১৫-১৯; ২য় শমূয়েল ৭:১১-১৪; ১ম বংশাবলি ১৭:১১-১৪; গীতসংহিতা ৮৯:২৭, ১৩৯:১৫-১৬; যিশাইয় ৭:১৪, ৪৯:১-৫; যিরমিয় ১:৫, ৩০:২১; মীখা ৫:২-৫; মথি ১:২০-২৪, ২:১-৬; ১৩:৩৫, ২৫:৩৪; লূক ১:৩০-৩৫ (১:১৩-২৭ পদত্ত দেখুন), ২:৪০,৫২পদ (১:৮০ পদত্ত দেখুন), ১১:৫০; যোহন ৭:৪২, ৮:৫৬, ১২:৪১, ১৭:৫,২৪পদ; প্রেরিত ২:২২-২৪, ১৫:১৮; রোমীয় ৪:১৭, ৮:২৮-৩০, ৯:২৩, ১১:২, ১ম করিন্থীয় ২:৭; গালাতীয় ১:১৫, ৩:১৬, ৪:৪; ইফিষীয় ১:৩-৫; ২য় থিষলনীকীয় ২:১৩; ২য় তীমথিয় ১:৯-১০; তীত ১:২-৩; ১ম পিতর ১:১-২,১১,১৯-২১পদ; প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮, ১৭:৮।

মনুষ্যপুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যীশু খ্রীষ্ট :

গণনাপুস্তক ২৩:১৯; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯; ১ম শমূয়েল ১৫:২৯; ইয়োব ৯:৩২-৩৩, ৩৩:১২; গীতসংহিতা ৮০:১৭; যিশাইয় ৪৭:৩, ৫৫:৮-৯; যিরমিয় ৩০:১২; সখরিয় ৬:১২, ১৩:৭; মালাখি ৩:৬; মথি ২৪:৩০-৪৪; মার্ক ১৩:২৬; লূক ২১:২৭,৩৬পদ; যোহন ৩:২, ৮:৪০, ১৯:৫; প্রেরিত ২:২২, ৭:৫৬, ১৩:৩৮, ১৭:৩১; রোমীয় ৫:১৫; ১ম করিন্থীয় ১৫:২১,৪৭পদ; ইফিষীয় ২:১৫, ৪:১৩; ১ম তীমথিয় ২:৫; প্রকাশিত বাক্য ১:১৩,৪:১৪।

ঈশ্বর ও যীশু কি সমান ?

আমরা দেখেছি যে, বাইবেলে শিক্ষা দিচ্ছে, ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুত্র। তাহলে এটা কি সম্ভব যে, যীশু ও ঈশ্বর একই জিনিষ বা সত্ত্বা দিয়ে তৈরী অথবা দু'জনেই সমপর্যায়ের ও সম অনন্তকালীন ব্যক্তি ?

নিচের ছকে ঈশ্বর ও যীশু সম্পর্কে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হল, যা ঈশ্বর নিঃশ্বসিত পবিত্র বাক্যে লেখা হয়েছে :

ঈশ্বর কখনও প্রলেভিত হন না	**যীশু প্রলোভিত হয়েছিলেন**
"অন্তরে পাপের টান বোধ করলে কেউ যেন না বলে, "ঈশ্বর আমাকে পাপের দিকে টানছেন"। কোন মন্দই ঈশ্বরকে পাপের দিকে টানতে পারে না, আর ঈশ্বরও কাউকে পাপের দিকে টানেন না"। (যাকোব ১:১৩)	"তিনি নিজেই **পরীক্ষা** সহ্য করে কষ্টভোগ করেছিলেন বলে যারা পরীক্ষার সামনে দাঁড়ায় তাদের তিনি সাহায্য করতে পারেন"। (ইব্রীয় ২:১৮) "এইজন্য এস, আমরা খোলাখুলিভাবে ঈশ্বরের পুত্র যীশুর উপর আমাদের বিশ্বাসকে স্বীকার করে যাই, কারণ তিনিই আমাদের মহান মহা-পুরোহিত যিনি স্বর্গে গিয়ে এখন ঈশ্বরের সামনে আছেন। আমাদের মহাপুরোহিত এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সংগে ব্যথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই পাপের **পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ পাপ করেননি।**" (ইব্রীয় ৪:১৪-১৫)
ঈশ্বরকে দেখা যায় না	**যীশুকে স্বচক্ষে দেখেছেন সকলে**
"একমাত্র ঈশ্বরই মৃত্যুর অধীন নন। তিনি এমন আলোতে বাস করেন যেখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। কোন মানুষ কোন দিন তাঁকে দেখেও নি, দেখতে পায়ও না। সম্মান ও ক্ষমতা চিরকাল তারই।" (১ম তীমথিয় ৬:১৬)	"মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পর যীশু এই তৃতীয়বার শিষ্যদের দেখা দিলেন।" (যোহন ২১:১৪)।

ঈশ্বর সবকিছু জানেন	**যীশুকে সবকিছু শিখতে হয়েছিল**
"কেউ কি এমন গোপন জায়গায় লুকাতে পারে যেখানে আমি তাকে দেখতে পাব না ? আমি কি স্বর্গ ও পৃথিবীর সব জায়গায় থাকি না ?" (যিরমিয় ২৩:২৪)	"যীশু জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগলেন।" (লূক ২:৫২)। "কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র হয়েও তিনি **দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন।**" (ইব্রীয় ৫:৮)। "সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই জানে না - স্বর্গের দূতেরাও না, **পুত্রও না**, কেবল পিতাই জানেন।" (মার্ক ১৩:৩২)
ঈশ্বরের মৃত্যু নাই	**যীশু মারা গিয়েছিলেন**
"এবার তোমরা ভেবে দেখ যে, আমিই তিনি; আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। মরণ-বাঁচন আমারই হাতে, আমি ক্ষত করেছি, আমিই সুস্থ করব; আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমন কেউ নেই"--- **আমি অনন্তজীবী**। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৯-৪০) "**একমাত্র** ঈশ্বরই মৃত্যুর অধীন নন" (১ম তীমথিয় ৬:১৬)	"আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই-পবিত্র শাস্ত্রের কথামত **খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন**" (১ম করিন্থীয় ১৫:৩)। "আমিই চিরজীবন্ত। **আমি মরেছিলাম**, আর দেখ, এখন আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি।" (প্রকাশিত বাক্য ১:১৮)।
ঈশ্বর কারো কাছে জবাবদিহি করেন না	**যীশু ঈশ্বরের কাছে জবাব দিহি করেন**
"আমি সদাপ্রভু, এ-ই আমার নাম। আমি অন্যকে আমার গৌরব কিম্বা প্রতিমাকে আমার পাওনা প্রশংসা পেতে দেব না।" (যিশাইয় ৪২:৮)	"--- কারণ পিতা **আমার চেয়ে মহান**।" (যোহন ১৪:২৮)। "আমি চাই যেন তোমরা বুঝতে পার যে, খ্রীষ্টই প্রত্যেক পুরুষের মাথার মত, স্বামী তার স্ত্রীর মাথার মত, **আর ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাথার মত**।" (১ম করিন্থীয় ১১:৩) "যখন সব কিছুই খ্রীষ্টের অধীনে রাখা হয়ে যাবে, তখন যিনি সব কিছু খ্রীষ্টের অধীনে রেখেছিলেন সেই ঈশ্বরই যাতে একমাত্র কর্তা হতে পারেন সেইজন্য পুত্রও নিজে ঈশ্বরের অধীন হবেন।" (১ম করি ১৫:২৮)
ঈশ্বর অনন্তাকাল ধরে আছেন	**যীশু সৃষ্টি (জন্মদান) করা হয়েছে**
"যিনি সমস্ত যুগের রাজা, যাঁর কোন ক্ষয় নেই এবং যাঁকে দেখা যায় না, চিরকাল সেই একমাত্র ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরব হোক।" (১ম তীমথিয় ১:১৭)	"কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে **জন্মগ্রহণ** করলেন এবং আইন-কানুনের অধীনে জীবন কাটালেন।" (গালাতীয় ৪:৪) "---- তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা হলাম", আবার তিনি কি বলেছেন", আমি হব তাঁর পিতা আর সে হবে আমার পুত্র।" (ইব্রীয় ১:৫)

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	**যীশু সর্বশক্তিমান নন**
"আমি সদাপ্রভু, সমস্ত মানুষের ঈশ্বর। কোন কিছু করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব ?" (যিরমিয় ৩২:২৭) "সদাপ্রভু, যিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এই কথা বলেছেন, 'তোমরা কি ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ ? আমার সন্তানদের সম্বন্ধে কিম্বা আমার হাতের কাজের বিষয়ে কি আমাকে আদেশ দিচ্ছ ? আমিই পৃথিবী তৈরী করে তার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছি; আমি নিজের হাতে আকাশকে বিছিয়ে দিয়েছি আর আকাশের সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোকে স্থাপন করেছি।'" (যিশাইয় ৪৫:১১-১২)	"এতে যীশু সেই নেতাদের বললেন, "আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, **পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না**। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তা-ই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন পুত্রও তাই করেন। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সমস্ত ই পুত্রকে দেখান। তিনি এগুলোর চেয়ে আরও মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে দেখাবেন, যেন পুত্রকে সেই সব কাজ করতে দেখে আপনারা আশ্চর্য্য হন।" (যোহন ৫:১৯-২০) **"যিনি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন**, সেই ঈশ্বরের কাছে যীশু এই জগতে থাকবার সময় জোরে চিৎকার করে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন এবং ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তাঁর ভক্তির সংগে বাধ্যতা ছিল বলে ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন।" (ইব্রীয় ৫:৭-৮)
ঈশ্বর সম্পূর্ণ খাঁটি বা নির্দোষ "এইজন্য বলি, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।" (মথি ৫:৪৮)	**যীশুকে খাঁটি বা নির্দোষ হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল** "এইভাবে যখন তিনি পূর্ণতা পেলেন তখন তাঁর বাধ্য সকলের জন্য তিনি অনন্ত উদ্ধারের পথ হলেন।" (ইব্রীয় ৫:৯) "যীশু তাকে বললেন, "আমাকে ভাল বলছেন কেন ? **একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভাল নয়।**" (লূক ১৮:১৯)
ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন হয় নাই। "আমি সদাপ্রভু, আমার কোন পরিবর্তন নাই। সেইজন্য হে যাকোবের বংশধররা, তোমরা ধ্বংস হচ্ছো না।"(মালাখি ৩:৬)	**যীশুর পরিবর্তন হয়েছিল** "তুমি মানুষকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নীচু করেছ। রাজমুকুট হিসাবে তুমি তাঁকে দান করেছ গৌরব ও সম্মান, আর তাঁর পায়ের তলায় রেখেছ সব কিছু।" (ইব্রীয় ২:৭)
ঈশ্বরের কোন ঈশ্বর নাই "সদাপ্রভু, যিনি ইস্রায়েলের রাজা ও মুক্তিদাতা, যিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু, তিনি এই কথা বলেছেন, "আমিই প্রথম ও আমিই শেষ; আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নাই।" (যিশাইয় ৪৪:৬,৮)	**যীশুর ঈশ্বর আছে** "যীশু মরিয়মকে বললেন, 'আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও উপরে পিতার কাছে যাইনি। তুমি বরং ভাইদের কাছে গিয়ে বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, **যিনি আমার ও তোমাদের ঈশ্বর**, আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি।" (যোহন ২০:১৭)

ঈশ্বর মানুষ নন	**যীশু একজন মানুষ**
"ঈশ্বর তো মানুষ নন যে, মিথ্যা বলবেন, মানুষ থেকে তার জন্মও নয় যে, মন বদলাবেন। তিনি যা বলেন করেনও তা, তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি সর্বদা পূর্ণ করেন"। (গণনাপুস্তক ২৩:১৯)	"ইস্রায়েলীয়েরা এই কথা শুনুন। **নাসরতের যীশুর** মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাদের মধ্যে মহৎ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যীশুকে পাঠিয়েছিলেন; আর এই কথা তো আপনারা জানেন।" (প্রেরিত ২:২২) "ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন **মানুষ খ্রীষ্ট যীশু**।" (১ম তীমথিয় ২:৫)

উপরের এসব পার্থক্যগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, যীশু ও ঈশ্বর দু'জনেই একেবারে পৃথক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্ব।

ত্রিত্ব

এতক্ষণ এই পুস্তিকাতে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা সবই বাইবেলের বিভিন্ন পদ, এবং তা শুধুমাত্র বাইবেল থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে ত্রিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বাইবেল থেকে তেমন কোন উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ 'ত্রিত্ব' এমন একটি বিষয় যা বাইবেলের বাইরে থেকে আনা হয়েছে।

বাইবেলের কোথাও আমরা যেমন 'ত্রিত্ব' শব্দটি পাই না তেমনি ত্রিত্ব মতবাদের বিশেষ শব্দ 'পুত্র ঈশ্বর' কিংবা 'পবিত্র আত্মা ঈশ্বর' শব্দগুলি দেখতে পাই না। যেসব ধর্মীয় ঐতিহাসিক ও বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ ত্রিত্ব মতবাদে বিশ্বাস করতেন তারা সকলেই এটা স্বীকার করতেন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কোথাও ত্রিত্ব মতবাদ সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হয়নি ঃ

> *"বাইবেলের ব্যাখ্যাকার ও ধর্মতত্ত্ববিদরা এই ঐক্যমতে এসেছেন যে ইব্রীয় বাইবেলে (পুরাতন নিয়ম) ত্রিত্ব সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।"* (মারসিয়া, ই, সম্পাদক,"দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন"। ট্রিনিটি। নিউ ইয়র্ক; ১৯৮৭; ১৫:৫৪)

আবার নূতন নিয়মে কি আমরা ত্রিত্ব সম্পর্কে কিছু দেখতে পাই? ঐ একই এনসাইক্লোপিডিয়াতে আমরা পড়ি যে,

> *"ব্যাখ্যাকার ও ধর্মতত্ত্ববিদরা এই ঐক্যমতে এসেছেন যে, নূতন নিয়মেও ভিন্নকোন মতবাদ সম্পর্কে কিছু সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।"* (মারসিয়া, ই, সম্পাদক, "দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন", ট্রিনিটি। নিউ ইয়র্ক; ১৯৮৭; ১৫:৫৪)

বাইবেল সম্পূর্ণভাবে লেখা ও সংগৃহিত হবার পর ত্রিত্ব মতবাদ আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে। এ বিষয়টি সকলেই এমনকি যারা ত্রিত্ব মতবাদে বিশ্বাস করেন তারাও স্বীকার করেন। "নিউ ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া" থেকে নেওয়া এ বিষয়ক বক্তব্যটি দেখা যাক ঃ

> *"এক ঈশ্বরে তিনি ব্যক্তিসত্ত্বার ধারণাটি ৪র্থ শতাব্দির শেষ দিনের আগে পর্যন্ত খীষ্টিয় জীবনাচরণ ও বিশ্বাসের স্বীকাকারোক্তিগুলি নিশ্চিতভাবে পূর্ণাঙ্গ আকারে দেখা যায়নি ও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। কিন্তু এই গঠন প্রক্রিয়াকে খুবই উচ্চধারণায় গ্রহণ করা হয়, যার ফলে এটিই প্রথমবারের মত "ত্রিত্ব মতবাদ" হিসাবে দাবী করা হয়।* ***আদি পিতা প্রেরিতদের মধ্যে থেকে কেউই এ ধরনের প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মনমানসিকতা ধারন বা প্রকাশ করেন নাই।"*** (নিউ ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া, নিউ ইয়র্ক; গিল্ড পাবলিশার্স; ১৯৬৭-১৯৭৪, ত্রিত্ব। ১৪:২৯৯)

তাহলে ত্রিত্বের সেই মতবাদটি কেমন যেটি ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের মধ্যে নাই, অথচ সমস্ত চার্চের শিক্ষার মধ্যে এতটা জনপ্রিয় হয়েছে ? এই ত্রিত্ব ধারনাটি যদি কোন পৈত্রিক পিতাদের কাছ থেকে না এসে থাকে তাহলে ঠিক কোথা থেকে এটি এসেছে ?

ত্রিত্ব মতবাদ কোথা থেকে এসেছে ?

বহুপ্রাচীন কাল থেকে ন-খ্রীষ্টিয়ান ধর্মগুলির মধ্যে ত্রিত্ব দেবতার শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় এমন একটি "ত্রিত্ব" দেবতার কথা জানা যায় যাদের নাম ছিল 'অনু' (আকাশের দেবতা), "এনিল" (পৃথিবীর দেবতা) এবং "ইয়া" (জল রাশির দেবতা)। আর একটি 'ত্রিত্ব' দেবতা ছিলেন বাবিলনে। যে তিনজন এই ত্রিত্ব দেবতা ছিলেন তারা হলেন, নিমরদ, সেমিরামাস ও তাম্মুজ। যীশু খ্রীষ্ট এই জগতে আসার আগে ও পরেও মিসর, গ্রীস ও রোমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপাসনা চলে আসছে।

সবকয়জন প্রেরিত মারা যাবার পর এই ত্রিত্ব ধারনাটি খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। বিশ্বখ্যাত লেখক সেগফ্রাইড মোরেঞ্জ তার "ইজিপশিয়ান রিলিজিয়ন" পুস্তকে লিখেছেন-

> *"--- মিশরীয় ধর্মীয় ব্যাখ্যায় বা ধর্মতত্ত্বে ব্যাপকভাবে পূর্ব থেকেই এই ত্রিত্ব ধারনাটি ছিল। --- এখানে তিন দেবতাই সমন্বিত অবস্থায় থাকেন এবং তিন জনের প্রত্যেকেই একক ব্যক্তিসত্ত্বা হিসাবে পৃথকভাবে চিহ্নিত হতেন। আর এই পথ ধরেই খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের সাথে মিশরীয় ধর্ম তত্ত্বের আধ্যাত্মিক শক্তি বলয়ের সংগে একটি সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়।"* (মোরেঞ্জ এস, মিশরীয় ধর্ম, করনেল; ইউনির্ভাসিটি প্রেস; ১৯৭৩: ২৫৪-২৫৭)

এটা অত্যন্ত সম্যনীয় বিষয় ছিল যে, মিসরে এই ত্রিত্বের বিষয়টি প্রাচীন চার্চ নেতাদের মাঝে আলোচনার বড় একটি বিষয় হয়ে উঠে। কারণ এডোয়ার্ড গিবন্‌স - এর লেখা "হিষ্ট্রি অব খ্রীষ্টিয়ানিটি" পুস্তকের ভূমিকা আমরা দেখি খ্রীষ্ট ধর্মের উপর মিশরীয় ধর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়ার কথা উলেখ করেছেন ঃ-

> *"বিধর্মীদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম পদানত হওয়ার অর্থ ঐসব ধর্মীয় লোকদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম সমানভাবে কলুষিতও হয়েছিল। প্রথম শতাব্দিতে খাঁটি এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলতে একমাত্র খ্রীষ্টধর্মই ছিল--- আর তা পরিবর্তিত হয়েছিল রোমের মন্ডলী, যেখানে ত্রিত্বের মতবাদগুলি ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। এসব বহু বিধর্মীয় ধ্যান ধারনা, যেগুলি মূলত মিশরীয় সভ্যতায় স্ফূরণ হয়েছিল এবং দার্শনিক পেটার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল, এগুলির প্রায় সবই খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পরিপূরক অংগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।"* (ঈ, গিবন, হিষ্ট্রি অব খ্রীষ্টিয়ানিটি, আরমো প্রেস কর্তৃক পুন: প্রকাশিত; ১৯৭২)

খ্রীষ্ট ধর্মের ওপর ন-খ্রীষ্টিয়ান দর্শনের যে ব্যাপক ক্ষমতাপূর্ণ প্রভাব রয়েছে তার প্রমান আর একটি ধর্মীয় ডিকশনারীর স্বীকৃতি থেকে পাওয়া যায় ঃ

> *"ত্রিত্ব মতবাদ আসলে একটি অনৈতিক বা ভ্রান্ত বিষয়, যা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে"।* (এ ডিকশনারী অব রিলিজয়াস নলেজ, লেখক: লেম্যান এ্যাবট; ১৮৭৫, 'ট্রিনিটি' অধ্যায়, ৯৪৪ পৃ:)

প্রাচীন এসব ত্রিত্ব মতবাদের অনেকগুলিই আজকে পর্যন্ত উপাসনা করা হয়ে থাকে। মিসরে এমন একটি ত্রিত্ব দেবতার (এই তিন দেবতা অসিবিস, ইসিস ও হোরাস নামে পরিচিত) উপাসনা করা হয়। আবার ভারতে হিন্দু বিশ্বাসের তিন দেবতা - ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুকে ত্রিত্ব দেবতা হিসাবে উপাসনা করা হয়।

আর একটি ক্ষেত্র থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের ত্রিত্ব মতবাদ গঠন ও বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছে তা হচ্ছে, মহান গ্রীক দার্শনিক প্লাটোর দর্শন-শিক্ষা। প্লাটোর দর্শনের কেন্দ্রীয় যে শিক্ষাগুলি খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ব ধর্মের ত্রিত্ব মতবাদ গঠনে প্রভাব রেখেছে তা হচ্ছে, "অজানা পিতা", "লগোস" বা কারণসমূহ এবং "জগত আত্মা"। খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাস বিদদের নিচের বিশেষ উক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে, যে সময়কালে ত্রিত্ব মতবাদ গঠন পর্যায়ে ছিল সেদিন গুলিতে প্লাটোর দর্শন-চিন্তা সকল পর্যায়ের মানুষের মাঝে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ঃ

"এটা যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টিকারী একটি বিষয় হতে পারে যে, প্লাটো নিজেকেই হয়ত "লগোস"- এর বাস্তবরূপকে মূর্ত্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন নিজের মাধ্যমেই, যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ করার যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, তার বিষয়ে এটা মূলত ঈশ্বরত্বের একটি বিশেষ গুণারোপ-----প্লাটোবাদ বা প্লাটোচিন্তা ক্রমশ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর চিন্তাধারার মাঝে প্রবেশ করতে থাকে----(প্লাটোর দর্শন) ক্রমশ এসব দর্শনগত চিন্তাধারা মাধ্যমে বহু ঈশ্বরবাদের একটি নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়, এবং তা ক্রমশ উচ্চ স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে এবং উচ্চ মাত্রার রহস্যের মতবাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠে"। (ডি, মিলম্যান, হিষ্ট্রি অব খ্রীষ্টিয়ানিটি, ২য় খন্ড, ৩৫৫পৃ:)

গ্রীক দর্শন, বিশেষ করে প্লাটোর ত্রিত্ববাদ ঐ সময়কালের বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল এবং তখনকার উচ্চশিক্ষিত শ্রেণী ও প্রভাবশালী চার্চ নেতৃবৃন্দের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। আর এরাই সেই ব্যক্তি যারা ত্রিত্ব মতবাদকে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটান। নিম্নের উদ্ধৃতিটি খ্রীষ্টধর্মে ত্রিত্ব মতবাদ গঠন করে তোলার সময়কালে জ্ঞানী-শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে গ্রীক দর্শনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বা শক্তিশালী প্রভাবের চিত্র তুলে ধরে ঃ

"আলোকসান্দ্রিয়ার উচ্চ শিক্ষিতজনরা ব্যাপকভাবে প্লাটোর দর্শনকে গ্রহণ করে ছিলেন, যারা পরে নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচয় দান করেন। এবং সেই নাম তারা স্বযতনে ধরে রাখেন, তার উপর প্রলেপ দান করেন এবং ঐ সব গ্রীক দার্শনিকদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। বিশেষভাবে যারা দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকসান্দ্রিয়ার, এ্যাথেনা গোরাসের, প্যানটিয়ানুসের ও সেলমেস আলেকসান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টিয়ান পন্ডিতদের জ্ঞান সভায় নেতৃত্ব দিতেন তারাই ত্রিত্ববাদের বিষয়টিকে অনুমোদিত করেন। এসব উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী খ্রীষ্টিয়ানরা বিষয়টিকে এভাবে সমর্থন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসে যে, এটাই প্রকৃত বা খাঁটি দর্শন চিন্তা, এটাই মহান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সবথেকে আদরণীয় উপহার। বহুভাগে বিভক্ত দর্শনবিদদের মাছে বহুধরণের চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটতে থাকে। যার ফলে ঐ সময়ে প্রতিটি জ্ঞানী মানুষের, বিশেষ করে খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষাগুরুরা ঐসব দর্শন চেতনা গ্রহণ করতে থাকেন এবং নিজেদের ধর্মীয় ব্যাখ্যার দুর্বল দিকগুলিকে সবল করে তোলার জন্য বর্ম হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন।" (জে, মোশেইম কর্তৃক লিখিত, এ্যান ইকলেশিয়াসটিক্যাল হিষ্ট্রি, চালর্সটাউন, ১৬৯৪-১৭৫৫; ১:১৫২)

নিচের ডায়াগ্রামগুলি দ্বারা প্লাটোসহ বিভিন্ন ধর্মীয় দলের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত ধারণার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল-

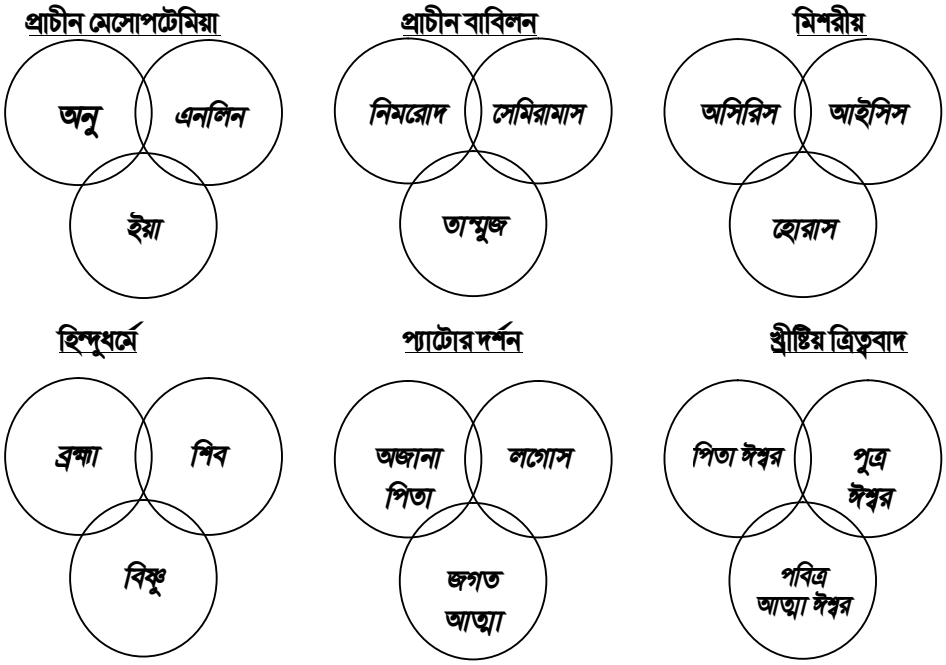

ত্রিত্ববাদের ইতিহাস

অন্য ধর্মীয় ও গ্রীক দর্শন থেকে আসা চিন্তাধারা নিয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের মাঝে মতপাথর্ক্য ও বিভক্তি আসে। এসব ব্যাপক মতপার্থক্য ও বিভক্তি দূর করার আশা নিয়ে রোম সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীগুলোর সমস্ত নেতাদের নিয়ে একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত্ব করেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়গুলি গভীরভাবে তিনি না বুঝলেও তার সাম্রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষায় খ্রীষ্টিয়ানদের একতা রক্ষার বিষয়টি তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারন খ্রীষ্টিয়ানদের দলভেদ তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য হুমকী স্বরুপ হয়ে দাড়িয়েছিল । ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে তা "নাইসীয়া" মহাসভা হিসাবে পরিচিত লাভ করে । মৌলিক খ্রীষ্টিয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন এই মহাসভায় সভাপতিত্ব করেন ও প্রতিটি আলোচনায় সক্রিয় পরিচালনা দান করেন।

এই নাইসীয়া মহাসভায় উপস্থিত ধর্মীয় প্রতিনিধিরা সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যীশু ও ঈশ্বর একই উপাদানে একই ভাবে নির্মিত । এই সিদ্ধান্ত সমূহকে পরে বিশ্বাস সূত্র হিসাবে ধরা হয় এবং এই লিখিত বিশ্বাস সূত্রে ঈশ্বরত্বের তৃতীয় সত্ত্বা হিসাবে পবিত্র আত্মার নাম ছিল না (যেটি আসলে পরবর্তীতে অনুপ্রবেশ করানো হয়)। তবে একথা সত্য যে, ত্রিত্ব মতবাদের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই নাইসীয়া মহাসভা সবথেকে বড় ভূমিকা রাখে।

এই নাইসীয়া মহাসভার এই সিদ্ধান্ত যারা প্রত্যাখান করেছিল এবং এই ধারণা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন যে, যীশু ও ঈশ্বর সবদিক দিয়ে সমান, তারা খুব অল্প সময় এই বিরোধিতাকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তবে সম্রাট থিওডোসিয়াস ভিন্নমত পোষনকারীদের বাদ দিয়েই ঐ সভার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করেন ও তা অনুমোদন দেন। এরপর তিনি আর একটি মহাসভার আয়োজন করেন । ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে আহুত এই মহাসভাটি অনুষ্ঠিত হয় কনষ্ট্যানটিনোপোল নগরীতে এবং এটি "কনষ্ট্যানটিনোপোল মহাসভা" নামে পরিচিত। এখানে অংশগ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ঈশ্বর ও যীশুর মত "পবিত্র আত্মাও" সমমান বা সমপর্যায়ের। আর এই মহাসভার মধ্যে দিয়েই ত্রিত্ব মতবাদের ধারণাটি বাস্তবতা লাভ করে।

এমনকি এই কনষ্ট্যানটিনোপোল মহাসভার পরে অনেকে এই মতবাদ বা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতা করার কারণে বহু মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এমনকি অনেককে জীবনও দিতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ্যাথেনাসিয়ান বিশ্বাসসূত্রে ত্রিত্ব মতবাদকে আরও পুর্ণাংগভাবে সংশোধিত করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে:

> *"আমরা ত্রিত্বে এক ঈশ্বরের এবং এক ঐক্যে ত্রিত্ব ঈশ্বরের উপাসনা করি , যাদের কারো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিভ্রান্তি মুলক নয় কিংবা তাদের সত্ত্বা কখনই বিভাজ্য নয়। ব্যক্তি হিসাবে 'পিতা' একজন; পুত্র অন্য আর একজন; পবিত্র আত্মা অন্য আর একজন। কিন্তু পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব একক বা এক। তাদের মহিমা এক বা সমান, তাদের রাজকীয় মহত্ব এক বা সমান। পিতা যেমন, ঠিক তেমনি পুত্র এবং পবিত্র আত্মা ঠিক একই রকম। পিতাকে যেমন সৃষ্টি করা যায় না বা সৃষ্ট নয়, তেমনি পুত্রও সৃষ্ট নয় এবং পবিত্র আত্মাও সৃষ্ট নয়। পিতা যেমন অসীম, তেমনি পুত্রও অসীম এবং পবিত্র আত্মাও অসীম। পিতা অনন্তকালীন, পুত্র অনন্তকালীন ও পবিত্র আত্মাও অনন্তকালীন। অর্থাৎ তারা পৃথক তিনজন অনন্তকালীন সত্ত্বা নন, কিন্তু এককভাবে একই অনন্তকালীন সত্ত্বা। সুতরাং কখনই তারা অসৃষ্ট এমন পৃথক তিনটি সত্ত্বা নয়, কিন্তু এককভাবে অসৃষ্ট এবং এককভাবে অনন্ত অসীম সত্ত্বা। প্রকৃতি বা গুণারোপেও তারা এক, কারণ পিতা সর্বশক্তিমান, পুত্র সর্বশক্তিমান এবং পবিত্র আত্মাও সর্বশক্তিমান। তবে এজন্য তারা পৃথক তিনটি সর্বশক্তিমান সত্ত্বা নয়, কিন্তু একজনই সর্বশক্তিমান একক সত্ত্বা। আর সে হিসাবে পিতাই হলেন ঈশ্বর, পুত্রও ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর। এবং একারণে কখনই তারা পৃথক তিনজন ঈশ্বর নন, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর। সে হিসাবে পিতাই হলেন প্রভু, তেমনি পুত্রও প্রভু ও পবিত্র আত্মাও প্রভু। এবং একারণে কখনই তারা পৃথক তিনজন প্রভু নন, কিন্তু একমাত্র প্রভু। যেহেতু আমরা খ্রীষ্টিয়ান সত্য*

অনুসারে এই তিন ব্যক্তি স্বত্ত্বা প্রত্যেককে ঈশ্বর ও প্রভু বলে স্বীকার করতে বাধ্য, সেই জন্য সর্বজনীন খ্রীষ্টধর্ম অনুসারে এটা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যে, আমরা পৃথক তিনজন ঈশ্বর ও প্রভুতে বিশ্বাস করি। পিতা কখনই কারো দ্বারা তৈরী নন, সৃষ্ট নন কিংবা জন্মপ্রাপ্ত নন। কেবলমাত্র পিতার কাছ থেকেই পুত্র এসেছেন, তাঁকে তৈরী করা, কিংবা সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু তিনি পিতার ঔরসজাত। তেমনি পবিত্র আত্মা কখনই পিতা কিংবা পুত্রের দ্বারা সৃষ্ট নয়, কারো ঔরসজাতও নয়, কিন্তু তাদের পরিণতি বা ফলস্বরূপ। এরফলে মূল সত্যটি হচ্ছে, তিনজন পিতা নন, কিন্তু একজনই পিতা; তিনজন পুত্র নন, কিন্তু একজনই পুত্র; তিনজন পবিত্র আত্মা নন, একজনই পবিত্র আত্মা। এবং এই ত্রিত্ব ব্যক্তি সত্ত্বার কেউই আগের নন, কিংবা কেউই পরের বা পশ্চাৎবর্তী নন; কেউই অপেক্ষাকৃত মহৎ বা ক্ষুদ্র নন, কিন্তু তিনজনই সমানভাবে একে অন্যের তুলনায় সম-অনন্তকালীন ও সমমানসম্পন্ন। সুতরাং এই সমস্ত উপযুক্ত কারণে, ত্রিত্বের মাঝে একত্ব এবং একত্বের মাঝে ত্রিত্ব-একথাই সত্য এবং এই ত্রিত্বকে আমাদের অবশ্যই মান্য করতে হবে। যেকোন ব্যক্তিই পরিত্রাণ পেতে চায়, তাকেই এই ত্রিত্ব গ্রহণ করার চিন্তা থাকতে হবে।"

বিশ্বাসসূত্রগুলোর পারস্পরিক পার্থক্যের জটিলতা লক্ষ্য করার মত। ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্ট্যানটিনোপোল মহাসভায় গৃহিত এ্যাথানিসিয়াল বিশ্বাসপুত্র-এর সাথে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের "পেরিত্রিক" বিশ্বাসসূত্রের মাঝে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,

এবং তাঁর একমাত্র পুত্র, আমাদের প্রভু, যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি,

যিনি পবিত্র আত্মার সাহায্যে ও কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন,

যিনি পন্তিয় পিলাতের সময় ক্রুশারোপিত হন ও সমাহিত হন। এবং

তৃতীয় দিন মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে ওঠেন,

যিনি পরে স্বর্গারোহন করেন এবং পিতার দক্ষিণ পাশে বসে আছেন;

যেখান থেকে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবার জন্য ফিরে আসবেন;

এবং আমরা বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মায়

পবিত্র মন্ডলীতে,

মৃতদের পুনরুত্থানে,

ও অনন্ত জীবনে।

বিশ্বাসসূত্রগুলির মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রেরিত্রিক বিশ্বাসসূত্র		**এ্যাথানাশিয়ান বিশ্বাসসূত্র**
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	⟶	পিতা ঈশ্বর
যীশু খ্রীষ্ট তাঁর একমাত্র পুত্র	⟶	পুত্র ঈশ্বর
পবিত্র আত্মার জাত	⟶	পবিত্র আত্মা ঈশ্বর

ত্রিত্বের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস

খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়ই ত্রিত্ব মতবাদের অবিশ্বাস বা প্রত্যাখ্যান করা একটি মারাত্মক অপরাধ ছিল এবং এই অপরাধের পরিণাম ছিল মৃত্যু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৬৪৮ খ্রী: বিট্রিশ পার্লামেন্ট একটি আইন প্রণয়ন করে যে, যে কেউ পবিত্র ত্রিত্ব মতবাদের বিরোধিতা প্রত্যাখান করবে তার শাস্তি হিসাবে মৃত্যু অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত এই আইনটি বলবৎ ছিল, এ বছরে আইনটি তুলে নেওয়া হয়।

এই সময়ে যারা সত্যের পক্ষে মৃত্যুর ঝুকি নিয়েছিলেন এবং ত্রিত্ব মতবাদ-এর বিরোধিতার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তারা একথা বললেন যে, এই ত্রিত্ব মতবাদের ধারণাটি এসেছে বাইবেলের বাইরের উৎস থেকে। বাইবেলের সত্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, যীশু মারা যাবার মাত্র কয়েকশ বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠা মিথ্যা শিক্ষা গ্রহণ করার চাইতে বরং জীবন দান করাকে তারা শ্রেয় মনে করতেন।

কিভাবে এই পরিবর্তনটি ঘটেছিল ?

বিধর্মী রোম নাগরিকদের ওপর যখন খ্রীষ্টধর্মকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বহু বাইরের বা বিধর্মীয় শিক্ষা ঢুকে পড়ে এবং এভাবে প্রথম শতাব্দীতেই খ্রীষ্ট ধর্মের শিক্ষা অনেকাংশে দূষিত হয়ে পড়ে। যদিও ঐসময়ে চাপে পড়ে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তার পরেও তারা তাদের সেই পুরাতন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণগুলি ধরে রাখার চেষ্টা করে। ঐ সময়কার মন্ডলীগুলিও নতুন বিশ্বাসীদের অনেক বিষয় মেনে নেয় এবং তাদের খ্রীষ্ট বিশ্বাসের সাথে অনেক বিধর্মী শিক্ষা ও ধারণা গ্রহণ করে নেয়। আর ত্রিত্ব মতবাদই সেই ধরণের একটি বিধর্মীয় শিক্ষা ও ধারণা যা খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

ঈশ্বর কিভাবে এটি ঘটতে দিলেন ?

অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কাছেই এটা বড়বেশি অকল্পনীয় বিষয় যে, ঈশ্বর কিভাবে এটি ঘটতে দিলেন। কিন্তু আসলে বিষয়টি তা নয়। আমরা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে দেখি, বহুবার বহুরকমভাবে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য কোন ভ্রান্ত দেবদেবীর উপাসনা করেছে, ও ভ্রান্ত ধর্মানুষ্ঠান পালন করেছে (এমনকি প্রতিমা পূজাও) তাহলে সহজেই বলা যায় নূতন নিয়মের বিশ্বাসীরাওতো এমন ভুল করতে পারেন।

বাস্তবিক অর্থে, ঈশ্বর কখনই এইসব ভুল-ভ্রান্তি বা অন্যায় করার অনুমতি দেন না। বাইবেলে বহুবার তিনি এই ধরণের ভুল বা অন্যায় না করার জন্য বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এই ভাবে যে,

> *"কেহ কোন মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা প্রথমে সেই ধর্ম-ভ্রষ্ঠতা উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপ-পুরুষ--- ।"* (২য় থিষলনীকীয় ২:৩)

"আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের প্রতি মমতা করিবে না; এবং তোমদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আপনাদের পশ্চাৎ টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কহিবে।" (প্রেরিত ২০:২৯-৩০)

"এমন সময় আসবে যখন সত্য শিক্ষা লোকের সহ্য হবে না, বরং নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তারা এমন অনেক শিক্ষক যোগাড় করবে যারা তাদের খুশী করবার মত শিক্ষা দেবে, তারা ঈশ্বরের সত্যের বিষয় না শুনে গল্প-কথা শুনতে চাইবে।" (২য় তীমথিয় ৪ :৩-৪)

"কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যেমন ভণ্ড নবী ছিল তেমনি তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষক থাকবে, তারা চুপি চুপি এমন সব ভুল শিক্ষা দিয়ে আসবে যা মানুষকে ধ্বংস করে দেবে; এমন কি, যিনি তাদের কিনেছেন সেই প্রভুকে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করবে। এইভাবে তারা শীঘ্রই নিজেদের উপরে ধ্বংস ডেকে আনবে।" (২য় পিতর ২:১)

"------- কারণ জগতে অনেক ভণ্ড নবী বের হয়েছে।" (১ম যোহন ৪ :১ -৩)

এইসব মহান কথাগুলো দুইহাজার বছর জীবন্ত হয়ে রয়েছে। আজকে এগুলির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পিছনের দিকে বা ইতিহাসের দিকে আমাদের ফিরে তাকানো এবং খ্রীষ্টিয় মতবাদে যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে সেগুলি পরীক্ষা করা দেখা মংগলজনক। আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, বাইবেলের সতর্কবাণীগুলি সত্য হবে তবে অবশ্যই ঐসব পরিবর্তনগুলি ঠিকমত চিহ্নিত করা প্রয়োজন, সেগুলি প্রত্যাখান করা প্রয়োজন এবং প্রকৃত সত্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসে ফিরে আসা প্রয়োজন। আমরা কোন সত্যে বিশ্বাস করি সেসম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য আমরা খুব যত্ন ও সতর্কতার সাথে বাইবেল পড়তে হবে। শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু পদ না পড়ে ও সেগুলি আমাদের চলমান বিশ্বাসের সাথে মিল করানোর চেষ্টা না করে বরং ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত যত্নসহকারে গোটা বাইবেলটাই পড়তে হবে।

বহু খ্রীষ্টিয়ান যারা অত্যন্ত বিশ্বস্থতার সাথে ত্রিত্ব বিশ্বাস করেন, তাদের অনেকেই এব্যাপারে অসচেতন বা জানেন না যে, যেসব বিষয়গুলো ত্রিত্ব মতবাদ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে তার অনেকগুলিই এসেছে বাইবেলের বাইরের উৎস থেকে। তাদের ত্রিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন বাইবেল পদের উদাহরণ দেন এবং কোন বাস্তব প্রেক্ষাপটে পদটি লেখা হয়েছে সেটাও অবহেলা করেন। নিচে এর একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

"আমি ও আমার পিতা আমরা এক"

"আমি ও আমার পিতা আমরা এক।" (যোহন ১০:৩০)

আমরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে এপদটিকে দেখি তাহলে আপাতত: দৃষ্টিতে মনে হবে যেন সুসমাচার লেখক যোহনও ত্রিত্ব মতবাদকে সমর্থন করেছেন, অবশ্য যদিও এখানে পবিত্র আত্মার কোন উলেখ নাই।

ত্রিত্বের সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যেসব বাইবেলের পদ ব্যবহার করা হয় সেগুলি অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশ না পাওয়া, যেমন, "তাহারাও যেন এক হয়" একথাটি দ্বারা দুই ব্যক্তির এক হয়ে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়নি কিন্তু "একমত" হওয়ার কথা বলা হয়েছে-

"পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি ***তেমনি তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে।"*** (যোহন ১৭:২১)

এ অধ্যায়ের এই পদটির আগে-পরের যীশুর কোন কথায় কখনই এটা প্রকাশ পায়নি যে তিনি নিজেই ঈশ্বর। তবে এর আগের পদে যীশু পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি তার পিতার সমান নন-

*"আমার পিতা, **যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান**। কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না।"* (যোহন ১০:২৯)

যিহূদীরা সবসময় যীশুকে ঘৃণা করত, তাকে হত্যা করবার জন্য সবসময় নানা অজুহাত বা সুযোগ খুঁজত। তারা দোষারোপ করত যে, যীশু ঈশ্বর নিন্দা করছেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের সমান করে তুলছেন।

"যিহূদী নেতারা উত্তরে বললেন, 'ভাল কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানজনক কথা বলছ বলেই মারি। মানুষ হয়েও তুমি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছ।'" (যোহন ১০:৩৩)

এগুলি যিহূদী নেতাদের অভিযোগ ছিল, অবশ্যই যীশু কখনো ঈশ্বর নিন্দা করেন নি, তিনি কখনই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি, একথা তিনি পরবর্তী পদগুলিতে বলেছেন :-

*"যীশু বললেন, 'আপনাদের আইন-কানুনে কি লেখা নেই যে, "আমি বললাম, তোমরা যেন ঈশ্বর" ? ঈশ্বরের বাক্য যাদের কাছে এসেছিল তাদের তো তিনি ঈশ্বরের মত বলেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের কথা কি বাদ দেওয়া যেতে পারে ? পারে না। তাহলে পিতা নিজের উদ্দেশ্যে যাঁকে আলাদা করলেন এবং জগতে পাঠিয়ে দিলেন সেই আমি যখন বললাম, **"আমি ঈশ্বরের পুত্র"** তখন আপনারা কেমন করে বলছেন, "তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলছ" ? আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যদি করি তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।'"* (যোহন ১০:৩৪-৩৮)

যীশু তাদেরকে উত্তর দিয়ে বললেন *"তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, 'আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর' "?* - এই কথাগুলি যীশু গীতসংহিতা ৮২ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে ইস্রায়েলের পুরোহিত ও প্রাচীনদেরকে স্বর্গীয় ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাদেরকে 'ঈশ্বর' উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে। তারা ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর অনেক কাজ করতেন এবং ঈশ্বরের নামে তাঁর মুখপাত্র হিসাবে সব কথা বলতেন বলেই তাদেরকে এই নামে ডাকা হয়েছিল। এরফলে যীশু তাদের এ কথা বুঝিয়ে বললেন যে, "যদি পুরাতন নিয়মের লোকদেরকে 'ঈশ্বর' বলে ডাকা হয়ে থাকে তবে আমি যখন নিজেকে শুধুমাত্র 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে দাবী করছি তখন কেন তোমরা রাগ করছ ?"

এই পদগুলিকে এই অধ্যায়ের পরবর্তী সব পদগুলোর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে দেখলে, এবং যোহন পুস্তকের শেষ অংশের লেখাগুলির সাথে ও লেখক যোহনের অন্যান্য বইগুলোর লেখার সাথে মিলিয়ে পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যীশু বলতে চাচ্ছেন তাঁর ও ঈশ্বরের মন একেবারে একই-

"পিতা যেমন আমাকে জানেন, এবং আমি পিতাকে জানি--- ।" (যোহন ১০:১৫)

একইরকম ভাবে যীশু তাঁর পিতার সাথে একমনা ছিলেন, তেমনি আমরাও যীশু ও তাঁর পিতার সাথে একমনা হতে পারি।

"আদিতে বাক্য ছিলেন"

যোহনের লেখা সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদে আমরা পড়ি-

"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন, তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।" (যোহন ১:১-৩)

বাইবেলে এমন কোন পদ নাই যেটি এই পদটির মত একটির সাথে আর একটির ভিন্নমত বা বৈপরীত্য প্রকাশ করে। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এটি অনেকটা অলঙ্ঘ্যনীয়ভাবে একটি কঠিন পদ। তবে এই পদটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যে ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

> *"সৃষ্টির সময় খ্রীষ্ট ছিলেন, এবং খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সংগে ছিলেন, এবং খ্রীষ্টই ঈশ্বর ছিলেন। একইভাবে শুরুতে ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল"* (যোহন ১:১-৩ পদের শব্দান্তর)।

উপরের উদ্ধৃতিটি আসলে মূল পদের শব্দান্তরিত রূপ, যা মূলত ভাবানুবাদের মত এবং কিছু লোক আবার একে খুব গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তবে এই শব্দান্তরিত অনুবাদ দেখায় যে প্রচুর লোক না হলেও কিছু লোক অন্তত কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যোহন ১:১ পদটি পড়ে বুঝতে চায়।

তবে উপরের ঐ শব্দান্তরিত অনুবাদ-এর উপর আটটি প্রশ্ন তোলা যায় যে,

1. যোহন লিখিত সুসমাচারের ভূমিকাটি আসলে কাব্য আকারে লেখা (যোহন ১:১-১৮ পর্যন্ত)। এটা হয়ত অনিবার্য কোন অর্থ প্রকাশ করছে, কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পদটি স্পষ্টভাবে সৃষ্টির অর্থ প্রকাশ করছে, যেভাবে লেখক তার কথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

2. যোহনের লেখা *"আদিতে"* একথাটির সাথে আদিপুস্তকের ১:১ পদে বা শুরুতে যে শব্দ আছে *"আদিতে"* তার সাথে একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু ১ম যোহন ১:১ পদে (সম্ভবত এই পত্রটি যোহন লিখিত সুসমাচারের সমসাময়িক) একই শব্দ *"আদিতে"* লেখা আছে তার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, যোহন সুসমাচারে *"আদিতে"* শব্দটি দ্বারা তিনি "সৃষ্টির শুরুতে"-এমন অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু ১ম যোহন পত্রে প্রেরিতদের সুসমাচারের স্বাক্ষী হবার কাজ শুরু করার কথা বলা হয়েছে ("আদিতে" শব্দটির জন্য মূল যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ১ম যোহনের পত্রে তার সথে এমন অন্য জায়গায় ব্যবহৃত শব্দগুলির সাথে তুলনা করুন। মার্ক ১:১, লূক ১:২, যোহন ৬:৬৪, ৮:২৫, ১৫:২৭, ১৬:৪, ১ম যোহন ১:১, ২:৭,১৩,২৪ পদ, ৩:১১, ২য় যোহন ৫,৬পদ)। আদিপুস্তকের ১:১ পদের *"আদিতে"* শব্দটির সাথে লেখক যোহন তার পত্রে লেখা *"আদিতে"* শব্দটি দিয়ে একটি মৌলিক তুলনার অবতারণা করেছেন, যার দ্বারা তিনি তার লেখা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সুসমাচারের শুরু হবার কথা বলেছেন। তবে এবিষয়টির লক্ষ্য করা প্রয়োজন বেশ কয়েকটি জায়গায় যীশুকে *"আদি"* উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে (কলসীয় ১:১৮,প্রকাশিত ৩:১৪, ২১:৬, ২২:১৩)।

3. *"----বাক্য ছিলেন"*: অনিবার্যভাবেই লেখক যোহনের *'বাক্য'* খুব ঘনিষ্টভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত, কিন্তু *"বাক্য"* শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে যীশুর অন্য আর একটি নাম বোঝানো হয়নি। যোহন তার কথাগুলিকে এই অর্থ প্রকাশ করার জন্য যদি বুঝিয়ে থাকেন যে, *"আদিতে যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন"* তবে তিনি নিশ্চয় সেভাবেও লিখতে পারতেন। একথাও সত্য যে এই *"বাক্য"* শব্দটি যে এখানে একমাত্র মৌলিক বা চাবিকাঠি শব্দ সেবিষয়টি এখানে প্রায়ই অনেকটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ "জীবন" (৪ পদে) ও "জ্যোতি" (৭-৯ পদে) পদগুলিও যোহন 'বাক্য'কে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। তবে 'বাক্য', 'জীবন' ও 'জ্যোতি' এই তিনটি শব্দের কোনটিই 'নাসরতীয় যীশু' এই নামের সরাসরি বিকল্প নাম কিংবা সমার্থক নাম নয়।

4. *"---- এবং বাক্য ঈশ্বরের সাথে ছিলেন"*: এমনকি প্রাচীন বা আদি ভাষার বাইবেল গুলিতে কি লেখা ছিল তার কোন প্রকার ধারণা না থাকলেও এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, এই বাক্যাংশের অর্থ করলে বলা যাবে যীশু = ঈশ্বর, আর সাধারণ মানুষও যে এমন অর্থে বুঝতে চায় তা নয়। কারণ যীশু সাধারণ অর্থে দৈহিকভাবে *"ঈশ্বরের সংগে"* থাকতে পারে না (হয়তবা তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত হিসাবে ছিলেন?) এবং একই সময়ে এই দু'জন কিভাবে ঈশ্বর হিসাবে থাকতে পারেন ?

5. *"-------- এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন"*: এটিই এই পদটির আদি বা প্রাচীন ভাষার একমাত্র অনুবাদ নয়। আরও কতকগুলি অনুবাদে পাওয়া যায় *"এবং ঈশ্বর যা ছিলেন"*, *"বাক্যই ছিলেন"*, *"বাক্য স্বর্গীয় ছিলেন"* এমন আরও অনেক অনুবাদ। কিন্তু আমরা যদি যীশুর সেই কথা স্মরণ করি যেখানে (যোহন ১০:৩৪-৩৫ পদে) তিনি নিজেই বলেছেন "তোমরাই ঈশ্বর", যা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের মনের সাথে আমাদের মনের মিল-এর কথা বলেছেন, যা কখনই ত্রিত্ববাদের অন্য ব্যক্তি যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে প্রমাণ করে না।

6. *"তিনি-----"*: লেখক যোহন এই তিনি বলতে মানুষ বা ব্যক্তি *"তিনি"* বোঝাননি বরং *"ইহা"* অমানব প্রকৃতি বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে বাইবেল অনুবাদকরা এই 'ইহা'কে "তিনি"তে রূপান্তরিত করেছেন। ইহা শব্দটির জন্য যে বিশেষ্য শব্দ অন্যান্য জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে তা 'বাক্য'কে বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। একইভাবে ক্যাপিটাল ইংরাজী অক্ষর ডবিউ দ্বারাই সংক্ষেপে *"বাক্য"* শব্দটি বোঝানো হয়েছে। এটা অবশ্য আসল পান্ডুলিপিতে নাই। এটা কখনই ঠিক নয় যে, ইহা-এর স্থলে *"তিনি"* শব্দ ব্যবহার করেন এবং ইংরেজী বড় অক্ষরের ডবিউ শব্দ। আবার তারা *"জীবন"* (লাইফ) ও *"জ্যোতি"* (লাইট) শব্দদুটির ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তন করেন নাই আবার যোহন কখনই এমন কোন ধরণের ভিন্নতা আনেন নাই।

7. *"------ আদিতে ঈশ্বরের সংগে ছিলেন"*: এটা যোহন আগে যে, "ঈশ্বরের সহিত" কথাটি লিখেছিলেন তারই পুনরুক্তি মাত্র, তবে একটু ভিন্নভাবে বলা। যোহন বার বার একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যে, **ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁর সংগে**, কিন্তু এই শব্দেরই অন্য অর্থ, **ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক**- এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত। যোহন এখানে বেশ সতর্কতার সাথে শব্দগুলি বেছে নিয়েছেন এই ভাবে যে, ঐ 'বাক্য' শব্দটি ঈশ্বরের সমার্থক শব্দ নয়। ১:২ পদে যোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি "সময়" সম্পর্কে বলেছেন; কোন সময়ে বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন ? আদিতে-এটি আদি ১:১ পদ নয় কিন্তু মার্ক ১:১ পদের উলেখযোগ্য শব্দ 'আদিতে'।

8. *"সমস্ত কিছুই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল----"*: এটাই আলোচ্য অংশের সবথেকে বড় বিষয়। এই অংশটি যোহনের লেখার পরবর্তী অংশগুলির সাথে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় যে, এই *"সমস্ত কিছু"* শব্দ দু'টি দ্বারা প্রাথমিকভাবে সমস্ত গাছপালা ও পশুপাখিকে বোঝানো হয়নি । যোহন বিশেষভাবে এখানে ও তাঁর সমস্ত নতুন নিয়মের লেখাগুলির মধ্যে *"নতুন সৃষ্টি"* সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছেন-যা আদি পুস্তকে লেখা "পুরাতন সৃষ্টি"-এর থেকে একেবারে পৃথক। কলসীয় ১:১৬ পদে, ইফিষীয় ৩:৯ পদে পৌল একই ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পৌলের লেখা দু'টি আলোচ্য অংশের তুলনা (কলসীয় ১:১৫-১৮, ৩:৯-১০ এবং ইফিষীয় ২:১০, ৩:১০, ৪:২৪) করলে দেখা যায় যে, পৌল যে সৃষ্টির কথা বোঝাতে চাইছেন তা কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সাধিত নতুন সৃষ্টি। আর সেই নতুন সৃষ্টি হল, নতুন নর ও নারীর নবজন্ম লাভ করা যারা যীশু খ্রীষ্টেতে নতুন জন্মলাভ করেছে এবং ধুলি থেকে জন্ম লাভ করা পুরাতন নিয়মের আদম ও হবার সম্পর্কে তাদের করণীয় কিছুই নাই (২য় করিন্থীয় ৫:১৭, গালাতীয় ৬:১৫, যাকোব ১:১৮, প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪ পদগুলির তুলনা করুন)।

'লগোস'

যোহন ১:১-৩ পদের সঠিক ধারণাগত ব্যাখ্যাটি নির্ভর করে *"বাক্য"* শব্দিটি কোন আলোচ্য অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে তার উপর। 'বাক্য' বা ইংরাজী 'ওয়ার্ড' শব্দটি গ্রীক মূল শব্দ 'লগোস' থেকে এসছে, যেটা কখনই যীশুকে বোঝানোর জন্য লেখা হয়নি। আবার 'লাগোস'-শব্দটি বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, হিসাব, যোগাযোগ, উদ্দেশ্য, কারণ, সম্পর্ক, মতবাদ, প্রচার ও বলা।

"লগোস"-একটি শব্দ, যা জীবন্ত কণ্ঠস্বর হিসাবে উচ্চারিত যা একটি ধারণা বা বিষয়কে উপনস্থাপন করে।" (বর্ধিত স্ট্রং লেকিসকোন, ওক হারবার, ডবিউ এ, ১৯৯৫)

আবার স্ট্রং-এর গ্রীক অভিধানে আমরা পড়ি ঃ

"প্রায় ৬০০ খ্রীষ্ট পুর্বাব্দে হেরাক্লিটান নামের একজন গ্রীক দার্শনিক এই 'লগোস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের পরিবর্তনের নিয়ামক পরিকল্পনাকারী বা কারণকে সংগায়িত করার জন্য এই 'লগোস' শব্দটি ব্যবহার করেন। আর এই শব্দটিই যোহন ১:১ পদে লেখক যোহনের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে।" (বর্ধিত স্ট্রং লেডিসকন, ওক হারাবার, ডবিউ এ, ১৯৯৫)

"লগোস" শব্দটির অন্তর্গত একটি চিন্তা বা ধারণা (স্বর্গীয় অর্থে) থাকে, যা সাধারণত বাহ্যিকভাবে আক্ষরিক অর্থে বা বাহ্যিক যোগাযোগের একটি অর্থে প্রকাশিত হয়, আর যোহন ১ পদে 'আদিতে' অর্থাৎ শুরুতে ঈশ্বরের এমনই একটি আভ্যন্তরীণ বা অন্তর্গত ধারণা ছিল। তাঁর একক যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি মূলত খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হবার পর এই "বাক্য" দেহে (মাংসে) ও রক্তে রূপান্তরিত হয়েছে। সে কারণেই যীশুকে বলা হয় *"সেই বাক্য মাংসে মুর্ত্তিমান হইলেন"* (যোহন ১:১৪)। আদিতে বা সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বরের মনে চিন্তা, উদ্দেশ্য, যুক্তি ছিল সেগুলি এই "লগোস" এর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

তাহলে এই কথা সম্পর্কে আমরা কি চিন্তা করতে পারি যে, *"বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন"* ? স্মরণযোগ্য যে, 'বাক্য' হচ্ছে ঈশ্বরের অন্তরের চিন্তা বা উদ্দেশ্য, কারণ হিতোপদেশে পড়ি:

"কারণ সে এমন একজন মানুষ যিনি তার অন্তরে অন্তরে চিন্তা, যে তিনি এমনই একজন লোক।" (হিতোপদেশ ২৩:৭)

ঈশ্বরের সত্য সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর যেমনটি চিন্তা করেন, ঠিক একই রকম তিনিও চিন্তা করেন। সুতরাং ঈশ্বরের চিন্তা-ভাবনাই (তাঁর ভাষায় 'লগোস') হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর। *"সেই বাক্যই ছিলেন ঈশ্বর"*।

"কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি। যদি আমরা একে অন্যকে ভালবাসি তাহলে বোঝা যাবে যে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে আছেন এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে পুরোপুরিভাবে কাজ করছে। তাঁর আত্মা তিনি আমাদের দান করেছেন, আর এতেই আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁর মধ্যে আছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে আছেন। আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পিতা পুত্রকে মানুষের উদ্ধারকর্তা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। যে কেউ স্বীকার করে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন এবং সেও ঈশ্বরের মধ্যে থাকে।" (১ম যোহন ৪:১২-১৫)

উপসংহার

আমাদের পরিত্রাণ লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি পাতায় পাতায় বর্ণিত রয়েছে। আর এটাই সত্যের একমাত্র উৎসস্থল। ঈশ্বরের সত্যের তথ্য খুঁজে পাওয়ার জায়গা একমাত্র বাইবেল ঃ

"আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ। সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে। ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার ***শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী****, যেন ঈশ্বরের লোক* ***পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য*** *সুসজ্জিভূত হয়।"* (২য় তীমথিয় ৩:১৫-১৭)

পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের বহুস্থানে আমরা এসব বিষয়ে পড়ি যে ঃ

- ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পিতা ও একমাত্র সত্য ঈশ্বর।
- যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সন্তান, পবিত্র আত্মার শক্তি মরিয়ম এর উপর আসার পর ও সেই শক্তিতে গর্ভধারণ করার ফলে তিনি মরিয়ম এর গর্ভে জন্ম লাভ করেন।

ত্রিত্ব মতবাদের তিনটি বড় সমস্যা

ঈশ্বর সত্যিই যদি ত্রিত্বের অংশ হবেন তাহলে কেন তিনি তা তাঁর পবিত্র বাক্য বা বাইবেলে বলেননি ?

যীশু যদি সত্যিই ঈশ্বরের সমান হন তবে কেন তিনি নিজ মুখেই একথা বললেন যে, *"----কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান (বড়)"*? (যোহন ১৪:২৮)

এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে সমস্ত প্রেরিতরা মারা যাবার কয়েক শত বছর পরে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবাদ গড়ে উঠল ? ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রে বলা বা উলেখ নেই এমন একটি মতবাদ কিভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি ? তাও আবার সে বিষয়ে যদি সতর্কবাণী উলেখ করা থাকে ?

> *"আমরা পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।"* (গালাতীয় ১:৯)

তথাকথিত ত্রিত্ব মতবাদ প্রত্যাখ্যান করার অর্থ একটি পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা, যার ফলে আপনি আজকের বেশির ভাগ চার্চের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে এই সব চার্চ শিক্ষা দেয় যে, বাইবেলের মধ্যে ত্রিত্ব মতবাদের উলেখ নেই একারণে যে এটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা নয়, বরং একারণেই যে, গোটা চতুর্থ শতাব্দী ধরে এই মতবাদ জোড়পূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই ত্রিত্বের বিরোধিতার কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। আজকে অবশ্যই ঐসব চার্চগুলির প্রতিক্রিয়া নির্যাতনের পর্যায়ে নেই, কিন্তু অবশ্যই বেশ আবেগপূর্ণ প্রচন্ড ঘৃণার, ভয়-ভীতির অথবা রাগের- যা মোকাবেলা করা অনেকটা সহজ হলেও, যথেষ্ট দু:খজনক ও আতংকজনক বটে।

এমনকি যীশু খ্রীষ্টের সময়ও প্রকৃত বিশ্বাসীরা সংখ্যায় খুব কম বা সংখ্যা লঘু ছিলেন এবং যীশু তাদেরকেই উৎসাহিত করেছেন এবং আজকে আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন. এভাবে-

> *"সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।"* (মথি ৭:১৩-১৪)
>
> *"বাস্তবিক অনেকে আহূত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।"* (মথি ২২:১৪)

আমরা যদি আমাদের পরিত্রাণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেই, তবে তা নির্ভর করে আমরা সঠিকভাবে প্রকৃত ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানতে (যোহন ১৭:৩) পারছি কিনা, আমরা যদি সত্যিই তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পড়া ও প্রকৃত সত্য বোঝার ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা বিরয়ার খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আশ্চর্য্যজনক উদাহরণটি গ্রহণ করতে পারি, যারা :

> *"-----বিরয়া শহরের যিহূদীদের মন অনেক বেশী খোলা ছিল। তারা খুব আগ্রহের সংগে ঈশ্বরের বাক্য শুনে তা গ্রহণ করল। পৌল যা বলেছেন তা সত্যি কিনা দেখবার জন্য প্রত্যেক দিন তারা শাস্ত্রের মধ্যে খোঁজ করত।"* (প্রেরিত ১৭:১১)

আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য বোঝার ব্যাপারে খোলা মনের হই এবং তা যদি পরিষ্কার বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক মনোভাব নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি এবং আমাদের মনগড়া কিংবা পূর্বধারণাগুলি বাইবেল পড়ার সময় দূরে সরিয়ে রাখি এবং যেসব বিষয়ে আমাদের পূর্ব কোন ধারণা রয়েছে বাইবেলের কোন পদের সাথে সেগুলির দ্বন্দ বা বিরোধ দেখা দিলে বাইবেলের পদকে যদি দূরে সরিয়ে না দিই-তাহলে আসল সত্যটি বুঝতে পারব। 'সত্য' হচ্ছে *"লুকায়িত ধন-সম্পদ"* - এর মত (মথি ১৩:৪৪)। আমাদের উচিত অবশ্যই তা দৃঢ়চিত্ত ও অংগীকার নিয়ে খুজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সবশেষে জ্ঞানী রাজা শলোমনের এই কথাগুলি স্মরণ করুন :

> *"-----যদি সুবুদ্ধির কথায় কান দাও, আর বিচার বুদ্ধির দিকে মনোযোগ দাও, যদি বিবেচনা শক্তিকে ডাকো, আর চিৎকার করে ডাকো বিচার বুদ্ধিকে, যদি রূপা খুজবার মত করে সুবুদ্ধির খোজ করো, আর গুপ্তধনের মত তা খুজে দেখ, তাহলে সদাপ্রভুর প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয় কি, তা তুমি বুঝতে পারবে আর ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান পাবে; কারণ সদাপ্রভুই সুবুদ্ধি দান করেন, তাঁর মুখ থেকেই জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি বের হয়ে আসে।"* (হিতোপদেশ ২:২-৬)

প্রশ্নাবলী

০১. বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয় ?
০২. বাইবেল যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়।
০৩. ঈশ্বর ও যীশু কি সমান ?
০৪. জন্ম গ্রহণের পূর্বে যীশু কোথায় ছিলেন ?
০৫. যীশু ও ঈশ্বরের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।
০৬. পবিত্র বাইবেলে কি ত্রিত্ব সম্পর্কে কিছু উলেখ আছে ?
০৭. কোথা থেকে ত্রিত্ব মতবাদ এসেছে ?
০৮. "আমি এবং আমার পিতা আমরা এক" - এই কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।
০৯. যোহন-এর লেখা সুসমাচারে "আদিতে" কথাটির অর্থ কি বোঝানো হয়েছে ?
১০. "লগোস" কথাটির অর্থ কি ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

One God or a Trinity?
by James and Deb Flint

Published by:

Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

© Copyright Bible Text: BBS CL and OV (with permission)

This booklet is translated and published with the kind permission of Printland Publishers, G.P.O. Box 159, Hyderabad, 500 001, India.